

একদিন নবি ﷺ বললেন, “একটি কাজ আছে, যা করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তোমরা কি তা জানতে চাও? সেটা হলো একজন আরেকজনকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া।”

তাই সাহাবিরা একে অন্যের সাথে সালামের প্রতিযোগিতা করতেন। এমনই দুজন সাহাবি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু উমর ও তুফাইল ইবনু কা'ব ﷺ।

একদিন তুফাইল দেখলেন, আবদুল্লাহ বাজারে গিয়ে সবাইকে সালাম দিচ্ছেন। অথচ কোনোকিছু কেনাবেচা করছেন না। সেদিন তুফাইলকেও সাথে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তুফাইল বললেন, ‘শুধু শুধু বাজারে গিয়ে কী করব?’ আবদুল্লাহ বললেন, ‘আমরা কেবল সালাম দেওয়ার জন্যই বাজারে যাব। যার সাথেই দেখা হবে, তাকেই সালাম দেবো!’

নবিজি বলেছেন, “যখন এক মুসলিম আরেক মুসলিমকে সালাম দেয়, তার সাথে হাত মেলায়; তখন গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার মতো তাদের গুনাহগুলো ঝরে যায়।” তাই সাহাবিরা বারবার সালাম দিতেন। একটি গাছ বা দেওয়ালের আড়ালে গেলেও আবার সালাম দিতেন।



একদিন নবি ﷺ বললেন, “যে ব্যক্তি অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।”

উম্মু সালামা ﷺ বললেন, ‘তাহলে মেয়েদের পোশাক কেমন হবে?’

নবিজি বললেন, “তারা পায়ের এক বিঘত নিচ পর্যন্ত পরবে।”

উম্মু সালামা বললেন, ‘তবুও তো তাদের পা দেখা যাবে!’

নবিজি বললেন, “তাহলে তারা এক হাত পর্যন্ত লম্বা করে পরবে। এর বেশি লম্বা করবে না।”

বন্ধুরা, জুতা-মোজা পরলে এমনতেই পা ঢেকে যায়। তখন বোরকা একহাত লম্বা না করলেও অসুবিধা নেই। আর পরপুরুষের সামনে মেয়েদের চেহারাও ঢেকে রাখতে হয়।

আয়িশা ﷺ বলেন, ‘আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায়। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা যেত। আমাদের সামনে কোনো কাফেলা এলে, চেহারার ওপর ওড়না টেনে নিতাম আমরা। তারা চলে গেলে আবার তা সরিয়ে নিতাম।’



একবার একলোক বিশ্রাম নিচ্ছিল তার ঘরে। এমন সময় দেখা করতে এল এক বন্ধু। ঘরে-থাকা-লোকটি তার ছেলেকে বলল, 'তুমি বলে দাও, আমি বাসায় নেই!'

ছেলেটি বলল, 'আবু বলেছে, আবু বাসায় নেই!'

একথা শুনে বাইরে-থাকা-লোকটি বুঝে ফেলল, তার বন্ধু বাসাতেই আছে, কিন্তু সে মিথ্যা বলছে! এতে সে রাগ করে চলে গেল। আর কিছুটা দুঃখও পেল। এভাবে দুজনের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

তাই সরাসরি বলে দেওয়াই ভালো, 'কিছু মনে করো না। আমি এখন ব্যস্ত! পরে তোমার সাথে দেখা করব, ইন শা আল্লাহ।' কাউকে চলে যেতে বললে তারও উচিত খুশি মনে চলে যাওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

যদি তোমাদেরকে বলা হয় 'ফিরে যাও', তবে ফিরে যাবে।
এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে...। (সূরা নূর, ২৪ : ২৮)

কাউকে না জানিয়ে দেখা করতে আসা ঠিক নয়। কারণ সবারই ব্যস্ততা থাকে।

হয়তো ভাবছো, কীসের এত ব্যস্ততা!

না! ব্যস্ততার কথা জানতে চাওয়াও ঠিক নয়।





কুরআনের প্রতি আদব



করণীয়

- ১ কুরআন পড়বে আল্লাহকে খুশি করার জন্য।
- ২ কুরআন পড়ার আগে ওজু করে কিবলামুখী হয়ে বসবে।
- ৩ শুদ্ধ উচ্চারণে সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করবে।
- ৪ তিলাওয়াতের আগে 'আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ' পড়বে।
- ৫ কুরআনকে পবিত্র ও উঁচু জায়গায় রেখে পড়বে। যেমন : রেহাল, বালিশ বা টেবিলে রাখবে।
- ৬ কুরআন পড়া শেষ করে শেলফে বা টেবিলে তুলে রাখবে। সাবধান থাকবে যেন হাত থেকে কুরআন পড়ে না যায়।
- ৭ অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলেও নেকি পাবে। তবে আয়াতের অর্থ ও তাফসীরও জানতে হবে।
- ৮ আল্লাহ যা বলেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করবে। জাম্মাতের আয়াত এলে জাম্মাত চাইবে। জাহান্নামের আয়াত এলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ করবে।
- ৯ সাজদার আয়াত এলে সাজদা করবে।
- ১০ নিজের জীবনে কুরআনের আদেশ মেনে চলবে। অন্যকেও কুরআন শিক্ষা দেবে।



বর্জনীয়

- ১ মানুষের প্রশংসা বা খ্যাতি অর্জনের জন্য কুরআন পড়বে না।
- ২ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না।
- ৩ ভুল উচ্চারণে কুরআন পড়বে না। নইলে অর্থ বদলে যাবে। ফলে সাওয়াবের বদলে গুনাহ হবে।
- ৪ ধীরেসুস্থে কুরআন পড়বে, তাড়াহুড়া করবে না।
- ৫ বিছানা, কার্পেট বা মাটিতে কুরআন রাখবে না।
- ৬ কুরআন খোলা রেখে এদিক-ওদিক চলে যাবে না। কুরআনের ওপরে অন্য কোনো বইখাতা রাখবে না।
- ৭ কুরআন খোলা রেখে অন্য কথা বলবে না। জরুরি দরকার হলে কুরআন বন্ধ করে কথা সেরে নেবে।
- ৮ নিয়মিত তিলাওয়াত করবে। দীর্ঘদিন তিলাওয়াত না করা আদবের খেলাফ।
- ৯ কাছেই কেউ ঘুমিয়ে থাকলে বা সালাত পড়লে উচ্চস্বরে কুরআন পড়বে না।
- ১০ শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে কিংবা হাঁটার সময়েও তিলাওয়াত করতে পারো। তবে বাথরুম বা টয়লেটে কুরআন পড়বে না।



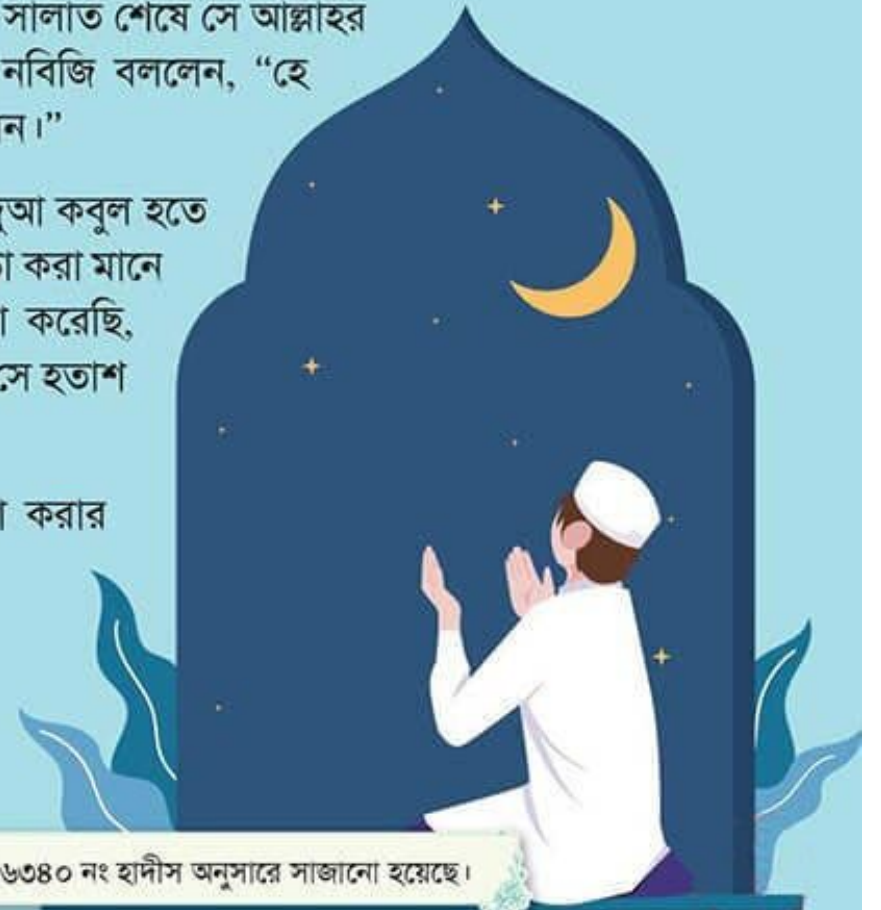
একদিন নবি ﷺ মসজিদে বসে ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে লোকটি বলল, ‘আল্লাহুমা গফির লী ওয়ারহামনী! আল্লাহ আমাকে মাফ করো, আমাকে দয়া করো।’ এটুকু বলেই সে চলে যাচ্ছিল।

নবিজি তাকে বললেন, “হে নামাজি, তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। তুমি সালাত শেষ করে বসবে। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করবে, এরপর আমার ওপর দরুদ পড়বে। এরপর মন যা চায়, দুআ করবে।”

একটু পর আরেক ব্যক্তি এসে সালাত পড়ল সেখানে। সালাত শেষে সে আল্লাহর প্রশংসা করল, নবিজির ওপর দরুদ পড়ল। এবার নবিজি বললেন, “হে নামাজি, দুআ করো; আল্লাহ তোমার দুআ কবুল করবেন।”

নবি ﷺ বলেন, “তাড়াহুড়া করার আগ পর্যন্ত বান্দার দুআ কবুল হতে থাকে।” জিজ্ঞেস করা হলো, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাড়াহুড়া করা মানে কী?’ তিনি বললেন, “বান্দা বলে, আমি অনেক দুআ করেছি, কিন্তু আমার দুআ কবুল হতে দেখলাম না! ফলে তখন সে হতাশ হয়ে দুআ করা বাদ দেয়।”

তাই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আদব মেনে। দুআ করার সময় তাড়াহুড়া করবে না।





১

তুমিও তা-ই করবে। পড়ালেখার সময় কিতাব মেঝেতে ছড়িয়ে রাখবে না। টেবিলে রাখবে বা কিতাব রাখার জায়গায় রাখবে। সাবধান থাকবে যেন বইয়ের মলাট ছিঁড়ে না যায়। টেবিল গুছিয়ে রাখবে। এলোমেলো টেবিলে কি পড়ায় মন বসে?

কুরআন রাখবে সবার ওপরে। এরপর রাখবে হাদীসের কিতাব। এভাবে মর্যাদা অনুসারে বই সাজাবে। যে কিতাবে কুরআন-হাদীস যত বেশি, সেটা তত ওপরে রাখবে।

২



৩

বইখাতা খুলে রেখে কোনো কাজ করতে যাবে না। বইখাতাকে পাখা বানিয়ে কখনো বাতাস করবে না। বইখাতা দিয়ে মশামাছি তাড়াবে না।

ওজু করে পরিষ্কার-নিরিবিলি জায়গায় বসে পড়ালেখা করবে। বারবার পড়া থেকে উঠে যাবে না। পড়ার ভান করে টেবিলে বসে থাকবে না।

৪



৫

কারও কাছ থেকে কিতাব ধার নিলে সাবধানে ব্যবহার করবে। যেন নষ্ট হয়ে না যায়। পৃষ্ঠা ভাঁজ করবে না, কলম দিয়ে দাগ কাটবে না, বইয়ের পাতায় কিছু লিখবে না। কাজ শেষে বই ফেরত দিতে ভুলবে না।

মনে রেখো, ‘যদি তোমার সবটুকু ইলমের জন্য বিলিয়ে না দাও, ইলম তোমাকে কিছুই দেবে না।’

১২

পরিচয় দেবো নাম বলে

একদিন জাবির (রা) এসে কড়া নাড়লেন
নবিজির দরজায়।

নবি (রা) বললেন, “কে?”

জাবির বললেন, ‘আমি!’

এই জবাব শুনে নবিজি অখুশি হলেন।

তিনি বললেন, “আমি! আমি কে?”

তাই সাহাবিরা দরজায় শব্দ করার পর
নিজেদের নাম বলতেন। যেন ভেতরের
লোক বুঝতে পারে কে এসেছে।

দরজার ওপাশ থেকে পরিচয় জানতে চাইলে
নিজের পুরো নাম বলবে। কারণ একজনের
সাথে আরেকজনের কণ্ঠের মিল থাকে। তা
ছাড়া এক-দু কথায় চেনাও যায় না। তাই শুধু
‘আমি’ বললে পরিচয় বোঝা কঠিন।

১৩

ইমাম হব না অতিথি হলে

একদিন মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা) গেলেন
তাঁর বন্ধুর বাড়িতে। সালাতের সময় তারা
মসজিদে গেলেন। সালাতের ইকামাত
দেওয়া হলো। তখন মুসল্লিরা ইমামতি
করতে বললেন মালিককে। তিনি এই প্রস্তাব
ফিরিয়ে দিলেন বিনয়ের সাথে। আর
বললেন, ‘আপনারা কেউ ইমামতি করুন!’

মালিক বললেন, ‘নবি (রা) বলেছেন, “তোমরা
কারও সাক্ষাতে গিয়ে ইমামতি কোরো না।
তাদের মধ্যেই কোনো ব্যক্তি যেন ইমামতি
করে।”

তাই কোথাও বেড়াতে গিয়ে নিজে থেকে
ইমামতি করবে না।